অ্যাডভান্সড লেভেলের ডিভাইস ব্যবহার-ল্যাপটপ/ কম্পিউটারের সাধারণ ব্যবহার

Digital Literacy Center

কী এক জাদুর বাক্স পেলি সারাক্ষণ এটা নিয়ে পড়ে থাকিস।
সত্যি বাবা এটা একটা জাদুর বাক্স। এটা দিয়ে সব করা যায়।
তাই? সব করা যায়?
হ্যাঁ বাবা।
তো একটু বল না আমিও দেখি কোনো কাজে লাগাতে পারি কি না এটা।
অবশ্যই পারবে। শোনো,
কম্পিউটারে ব্রডব্যান্ড সংযোগ দেয়ার মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্রাউজিং করতে পারবে।
যেকোনো একটি ব্রাউজার এ প্রবেশ করে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে যাওয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন ছবি, ভিডিও, ফাইল ডাউনলোড করতে পারবে।
তারপর অফিসিয়াল বিভিন্ন কাজের জন্য মাইক্রোসফ্‌ট ওয়ার্ড, পাওয়ারপয়েন্ট, এক্সেল এর মত সফটওয়্যার ব্যবহার করা যায়।
মাইক্রোসফ্‌ট ওয়ার্ড দিয়ে বিভিন্ন ফাইল টাইপ করা, নোটিশ, বিজ্ঞপ্তি, যেকোনো লিখিত ফাইল তৈরি করা যায়।
পাওয়ারপয়েন্ট দিয়ে প্রেজেন্টেশন তৈরি, স্বল্প পরিসরে পোস্টার, ব্যানার, ছবি ডিজাইন করা যায়।
এক্সেল দিয়ে গাণিতিক হিসাব নিকাশ থেকে শুরু করে গ্রাফ, চার্ট, গাণিতিক হিসাব সংরক্ষণের মত কাজগুলো করা যায়।

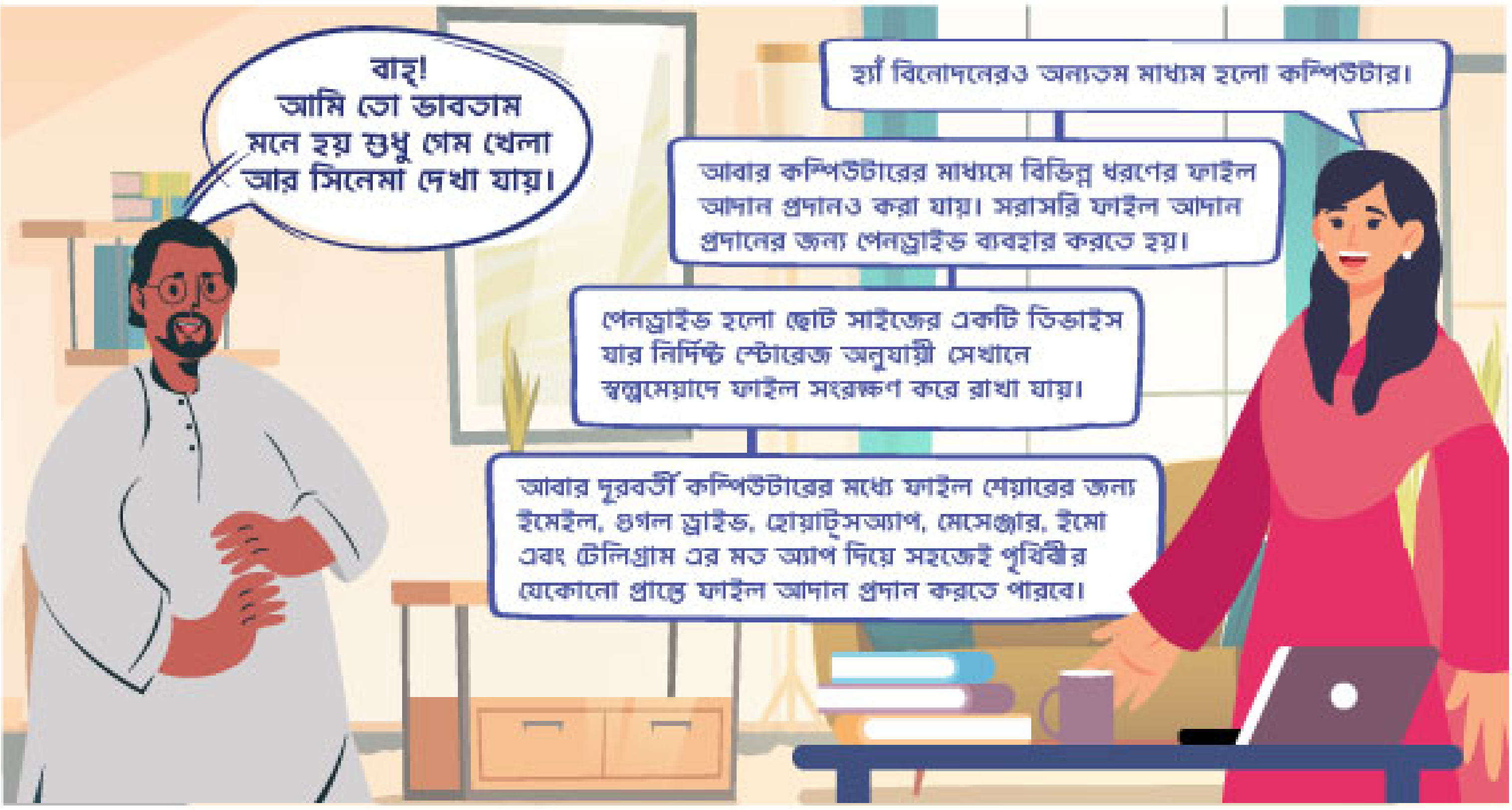

বাহ্! আমি তো ভাবতাম মনে হয় শুধু গেম খেলা আর সিনেমা দেখা যায়।
হ্যাঁ বিনোদনেরও অন্যতম মাধ্যম হলো কম্পিউটার।
আবার কম্পিউটারের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের ফাইল আদান প্রদানও করা যায়। সরাসরি ফাইল আদান প্রদানের জন্য পেনড্রাইভ ব্যবহার করতে হয়।
পেনড্রাইভ হলো ছোট সাইজের একটি ডিভাইস যার নির্দিষ্ট স্টোরেজ অনুযায়ী সেখানে স্বল্পমেয়াদে ফাইল সংরক্ষণ করে রাখা যায়।
আবার দূরবর্তী কম্পিউটারের মধ্যে ফাইল শেয়ারের জন্য ইমেইল, গুগল ড্রাইভ, হোয়াট্সঅ্যাপ, মেসেঞ্জার, ইমো এবং টেলিগ্রাম এর মত অ্যাপ দিয়ে সহজেই পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে ফাইল আদান প্রদান করতে পারবে।

হ্যাঁ বাবা তুমি কম্পিউটার ব্যবহার করে ছবি এবং ভিডিও এডিট করতে পারবে।
আরে এত কিছু?
এডিটিংয়ের এর জন্য Adobe Photoshop, Adobe Illustrator হচ্ছে বহুল প্রচলিত দুইটি সফ্টওয়্যার।
পোস্টার, ব্যানার, টিশার্ট, লোগো, প্যাড ইত্যাদি বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিস ডিজাইন করার জন্যে এই দুইটি সফ্টওয়্যার খুবই কাজের।
তারপর শিক্ষার্থীরা কম্পিউটারের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে বিভিন্ন অনলাইনে ক্লাস, কোচিং, পরীক্ষা, ট্রেনিংয়ে অংশ নিতে পারে।

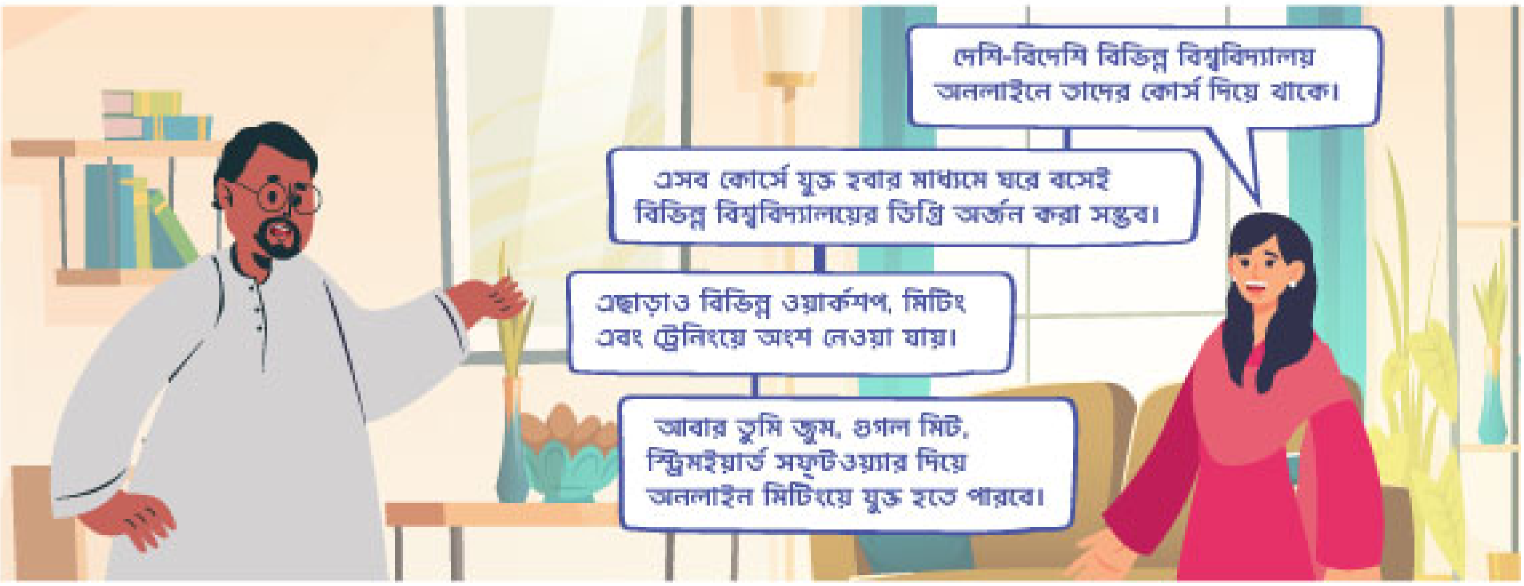

দেশি-বিদেশি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় অনলাইনে তাদের কোর্স দিয়ে থাকে।
এসব কোর্সে যুক্ত হবার মাধ্যমে ঘরে বসেই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি অর্জন করা সম্ভব।
এছাড়াও বিভিন্ন ওয়ার্কশপ, মিটিং এবং ট্রেনিংয়ে অংশ নেওয়া যায়।
আবার তুমি জুম, গুগল মিট, স্ট্রিমইয়ার্ড সফ্টওয়্যার দিয়ে অনলাইন মিটিংয়ে যুক্ত হতে পারবে।

তার মানে তোরা কম্পিউটারে পড়াশোনাও করিস?
হ্যাঁ বাবা,
আরো একটি দারুন ব্যাপার হলো কম্পিউটারের মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করা যায়।
যেমন- ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, মেসেঞ্জার ইত্যাদি।
এছাড়া ধরো তোমার কোনো তথ্য প্রয়োজন তুমি সহজেই ইন্টারনেটের সংযোগ আছে এমন কম্পিউটারের মাধ্যমে Google, Bing, পিপীলিকা এসব সার্চ ইঞ্জিনে বিভিন্ন তথ্য সার্চ করে খুব সহজেই তথ্য খুঁজে পেতে পারো।
তাহলে ল্যাপটপ দিয়ে কী করিস?
হা হা হা বাবা ল্যাপটপ হলো মিনি কম্পিউটার। এতক্ষণ তোমাকে যা যা বললাম এগুলো ল্যাপটপেও সম্ভব।
তাহলে তো খুবই ভালো। তোকে অনেক ধন্যবাদ মা